জালালাবাদ গ্যাস

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

প্রধান কার্যালয় ঃ গ্যাস ভবন,মেন্দিবাগ,সিলেট-৩১০০ ।

সেবা কার্যক্রম নির্দেশিকা

(শিল্প)

Web site : www.jalalabadgas.org.bd

সেবা কার্যক্রম নির্দেশিকা

ক. নতুন শিল্প সংযোগ

০১। **সংজ্ঞা** ঃ

শিল্প নগরীতে অবস্থিত যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ইট, সিরামিক, রিফ্র্যাক্টরিজ, সেনিটারিওয়ার, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প শ্রেণীভূক্ত ।

০২। **কার্য পরিধি** ঃ

সংযোগ গ্রহনের জন্য প্রস্তাবিত আংগীনার সম্মুখে উপযুক্ত আকারের বিতরণ লাইন বিদ্যমান থাকলে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হবে ঃ

- বিতরণ লাইন হতে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রশস্তের (ন্যূনতম ৩মিটার) রাস্তা থাকতে হবে ।
- প্রস্তাবিত আরএমএস কারখানার প্রধান ফটকের যে কোন পার্শ্বে ১০ (দশ) মিটারের মধ্যে ও সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনধিক ০২(দুই) মিটারের মধ্যে অবস্থান এবং আরএমএস পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা সুগম্য হওয়া নিশ্চিত করতে হবে ।
- প্রতিটি গ্রাহকের জন্য একটি স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইনসহ মিটারিং ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
- একই আংগীনায় একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকলে স্বতন্ত্র গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করতে হবে ।
- একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্যারিফ সম্বলিত গ্যাস ব্যবহার থাকলে একাধিক রান বিশিষ্ট মিটারিং ব্যবস্থা রাখা যাবে ।

০৩। **আবেদনপত্র সংগ্রহের পদ্ধতি** ঃ

- নির্ধারিত ব্যাংক/আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের ওয়ান ষ্টপ ডেস্কে টাকা ৩০০/-মাত্র জমা দিয়ে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা যাবে ।
- কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের ওয়ান ষ্টপ ডেস্ক/কোম্পানীর ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে ।
- বিনামূল্যে সংগৃহীত আবেদনপত্র জমা দানকালে ফি বাবদ টাকা ৩০০/- মাত্র পরিশোধ করতে হবে ।

০৪। **আবেদনপত্র জমাদান পদ্ধতি** ঃ

সংগৃহীত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পুরণ করে নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ে জমাদান করতে হবে ঃ

- আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ০২(দুই) কপি সত্যায়িত ছবি ।
- হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স ।
- টিআইএন সনদপত্র ।
- নিবন্ধনকৃত কোম্পানী হলে মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেলস এ্যান্ড এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন ।
- জমির মালিকানার দালিলিক প্রমান হিসেবে দলিল/হোল্ডিং নম্বর/পরচা/ হালনাগাদ পরিশোধকৃত খাজনার রশিদ (যে কোন একটি) ।
- ভাড়াকৃত স্থানে স্থাপিত হলে ভাড়ার চুক্তিপত্র (যাতে গ্যাস সংযোগ এবং বিল প্রদান সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ থাকবে) ।
- ফ্যাক্টরীর লে-আউট প্ল্যান ।
- প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীন পাইপ লাইনের ০৪(চার) কপি নক্সা ।

- স্থাপিতব্য গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।
- আবেদনপত্র ক্রয় করা হয়ে থাকলে তার রসিদ।

০৫। **ঠিকাদারের ক্যাটাগরী নির্ধারণ ঃ**

- অভ্যন্তরীন লাইন নির্মাণের জন্য কোম্পানীর তালিকাভূক্ত ১.২ ক্যাটাগরীর ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে।
- সার্ভিস লাইন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিতরণ লাইন নির্মাণের জন্য কোম্পানীর তালিকাভূক্ত ১.৩ ক্যাটাগরীর ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে।

০৬। **ঠিকাদার মনোনয়নে করণীয় ঃ**

গ্যাস সংযোগ গ্রহনে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠিকাদার মনোনয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ

- ঠিকাদারের তালিকা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ে প্রদর্শন; ।
- কোম্পানীর ওয়েবসাইট/ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের ওয়ানষ্টপ সার্ভিস ডেস্ক হতে অনুমোদিত উপযুক্ত ক্যাটাগরীর ঠিকাদারের তালিকা ও হালনাগাদ ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র দেখে ঠিকাদার মনোনয়ন;
- পারিশ্রমিকের বিষয়ে ঠিকাদারের সহিত লিখিত চুক্তি সম্পাদন ; এবং
- গ্রাহক কর্তৃক সকল আর্থিক লেনদেন লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতঃ ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণ।

০৭। **সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীতব্য ধারাবাহিক পদক্ষেপসমূহ ঃ**

৭.১ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ে অবস্থিত ওয়ানষ্টপ সার্ভিস ডেস্ক /কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিষ্টের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে আবেদনপত্র গ্রহণ করতঃ একটি ক্রমিক নম্বর সম্বলিত প্রাপ্তি স্বীকার পত্র আবেদনকারীকে হস্তান্তর করবে। আবেদনপত্রের সাথে প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকলে তা আবেদনকারীকে তাৎক্ষনিক লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।

৭.২ কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্তৃক ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে জরীপ সম্পন্ন করা হবে।

৭.৩ বিদেশ হতে আমদানীকৃত স্থাপনা/বার্ণারের ঘন্টা প্রতি লোড ক্যাটালগ অনুসরণক্রমে এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত গ্যাস স্থাপনার পরিমাপ/আয়তনের ভিত্তিতে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুসরণক্রমে ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ-এর ভিত্তিতে মাসিক লোড ও ন্যুনতম লোড নির্ধারণ করা হবে। দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময়কাল ১৬ ঘন্টার কম হলে মাসিক লোডের ৫০% এবং গ্যাস ব্যবহারের সময়কাল ১৬ ঘন্টা বা এর বেশী হলে মাসিক লোডের ৬০% হিসেবে ন্যুনতম লোড ধার্য করা হবে।

৭.৪ জরীপের পরবর্তী ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে লোড অনুমোদন করা হবে।

৭.৫ লোড অনুমোদনের পর আবেদনকারীকে ০২(দুই) কার্য দিবসের মধ্যে গ্যাস সরবরাহের মঞ্জুরী পত্র প্রদান করা হবে।

৭.৬ আবেদনকারী মঞ্জুরী পত্রের শর্তাদি পালনের সম্মতি সূচক স্বাক্ষরযুক্ত অঙ্গীকারপত্র জমা প্রদান করবেন।

৭.৭ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় নির্ধারিত কমিশনিং ফি (বর্তমানে ঘন্টা প্রতি লোড ৪০০০ঘনফুট এর নিম্নে ৩০০০/- এবং ৪০০০ ঘনফুট বা এর উর্দ্ধে ৫০০০/-) এবং জামানত বাবদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র (Demand Note) পরবর্তী ০৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রদান করবে। বর্তমান নিয়মমতে নিম্নোক্ত হারে জামানত নির্ধারিত ঃ

ক) জমির মালিক নিজে গ্যাস সংযোগ নিলে ০৩ (তিন) মাসের মাসিক সমতুল্য গ্যাস বিল।

খ) ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাসের মাসিক সমতুল্য গ্যাস বিল।

৭.৮ আবেদনকারীকে চাহিদাপত্র (Demand Note) অনুযায়ী স্ব-স্ব আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের জন্য নির্ধারিত ব্যাংকে অর্থ জমাদান করতে হবে।

৭.৯ আবেদনকারী কর্তৃক ১.২ ও ১.৩ শ্রেণীর ঠিকাদার নিয়োগ করে নক্সা দাখিল করতে হবে। নক্সায় কারখানার প্রধান ফটক, আর.এম.এস কক্ষ, আর.এম.এস কক্ষের প্রবেশ পথ, প্রস্তাবিত গ্যাস স্থাপনার আকার, উৎপাদন ক্ষমতা, গ্যাস চাহিদা ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৭.১০ জামানত জমাদানের রশিদ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করা হবে এবং আবেদনকারীকে সার্ভিস লাইনের মালামালের প্রাক্কলন ও চাহিদাপত্র প্রদান করা হবে।

৭.১১ আবেদনকারী কর্তৃক চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামালের অর্থ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান করতে হবে।

৭.১২ আবেদনকারীকে মালামালের মূল্য পরিশোধের ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে ভান্ডার হতে মালামাল প্রদান করা হবে।

৭.১৩ আবেদনকারী সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ/সড়ক ও জনপদ/এলজিইডি/জেলা পরিষদ-এর নিকট হতে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতঃ দাখিল করবেন।

৭.১৪ নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক কোম্পানীর প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে বিতরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও সার্ভিস লাইন এবং অভ্যন্তরীন পাইপ লাইন নির্মান করতে হবে। অনুমোদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীন পাইপলাইন মাটির উপর স্থাপন বাধ্যতামূলক হবে।

৭.১৫ কোম্পানী পাইপলাইন নির্মানের ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে চাপ পরীক্ষা করবে।

৭.১৬ ঠিকাদারকে স্কেলে "এজ বিল্ট" নক্সা দাখিল করতে হবে। নক্সায় সুনির্দিষ্ট ভাবে স্হাপনার নাম, আকার, মডেল, প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও দেশ, স্হাপনার ক্ষমতা, বার্ণার সংখ্যা, বার্ণার প্রস্তুতকারী ও তার ক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

৭.১৭ ঠিকাদার ও আবেদনকারীর যৌথ স্বাক্ষরিত সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৭.১৮ ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হবে।

৭.১৯ সমাপনী প্রতিবেদন দাখিলের ০৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে বিতরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও সার্ভিস লাইন কমিশন করা হবে।

৭.২০ বিতরণ ও সার্ভিস লাইন কমিশনের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সীলকরণসহ আরএমএস স্হাপন এবং উহা ক্যাবিনেট দ্বারা আবদ্ধ করা হবে।

৭.২১ আরএমএস কমিশনের দিনেই গ্যাস সরবরাহ চালু করা হবে।

৭.২২ গ্যাস সরবরাহ চালু কালে কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে মিটার কার্ড প্রদান করা হবে।

৭.২৩ গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষন করা হবে।

০৮। অভিযোগ দাখিল করা ঃ

অত্র সেবা নির্দেশিকায় বর্ণিত গ্রাহক সেবা যথাযথভাবে প্রাপ্তিতে গ্রাহক বঞ্চিত হলে সংশ্লিষ্ট ডিভিশন প্রধান/ডিপার্টমেন্ট প্রধানের বরাবরে গ্রাহক অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারবেন। নিম্নে ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের ঠিকানা প্রদত্ত হল ঃ

বিভাগ/ডিভিশন	কার্যালয়ের ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর
মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)	জালালাবাদ গ্যাস, প্রধান কার্যালয়, ৫ম তলা, গ্যাস ভবন, মেন্দিবাগ, সিলেট ।	০৮২১-৭১৬২৯১
উপ-মহাব্যবস্থাপক (সিলেট মেট্রো) রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউশন ডিপার্টমেন্ট	জালালাবাদ গ্যাস, প্রধান কার্যালয়, ৬ষ্ঠ তলা, গ্যাস ভবন, মেন্দিবাগ, সিলেট ।	০৮২১-৭১৩৭৯৩
উপ-মহাব্যবস্থাপক (সিলেট জোন) রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউশন ডিপার্টমেন্ট	জালালাবাদ গ্যাস, প্রধান কার্যালয়, ৯ম তলা, গ্যাস ভবন, মেন্দিবাগ, সিলেট ।	০৮২১-৭২১৩৫৫
উপ-মহাব্যবস্থাপক (মৌলভীবাজার জোন) রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউশন ডিপার্টমেন্ট	জালালাবাদ গ্যাস, আঞ্চলিক কার্যালয়, মৌলভীবাজার ।	০৮৬১-৫৩৪৭১

অধিকন্তু, গ্রাহক সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থেও উপরোল্লিখিত ঠিকানা সমূহে যোগাযোগ করতে পারবেন ।

০৯। “ই-গভর্নেন্স” প্রবর্তন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ-
শিল্প শ্রেনীতে গ্যাস সংযোগের আবেদন করার পর উহা অনুমোদন লাভের বিষয়সহ পরবর্তী করণীয় বিষয় সম্পর্কে গ্রাহক অবহিত হতে পারবেন ।

খ. গ্যাস সংযোগ প্রদানোত্তর কার্যক্রম

০১। **বিল প্রণয়ন, পরিশোধ ও অন্যান্য বিষয় ঃ**

- রিডিং সাইকেল অনুযায়ী প্রতি মাসের শেষে মিটার পাঠ গ্রহণ করা হবে ।
- গৃহীত দুই মাসের মিটার রিডিং-এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধি গুননীয়ক দ্বারা গুন করে আদর্শ আয়তন হিসেবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপন করতঃ তা এবং ন্যুনতম মাসিক লোডের মধ্যে যা অধিক তাকে ট্যারিফ রেট দ্বারা গুন করে মাসিক বিল প্রস্তুত করা হবে ।
- ফোর্স মেজিউরসহ লে-অফের কারণে গ্যাস ব্যবহার বন্ধ রাখা হলে গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন ন্যুনতম চার্জ প্রযোজ্য হবে না ।
- গ্যাস সংযোগ গ্রহণের ১৩ তম মাস হতে ন্যুনতম চার্জ প্রযোজ্য হবে ।
- মিটার প্রাকৃতিক কারণে বিকল হলে পূর্ববর্তী তিন মাসের গড় গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রণয়ন করা হবে । যদি পূর্ববর্তী তিন মাসের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে স্থাপিতব্য নতুন মিটারের মাধ্যমে প্রাপ্ত ন্যুনতম তিন মাসের গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রণয়ন করা হবে ।
- মাসিক বিল কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে পরবর্তী মাসের ১৫(পনের) তারিখের মধ্যে গ্রাহক বরাবরে ডাক যোগে প্রেরণ করা হবে ।
- কোন কারণে গ্রাহক সময় মত বিল না পেলে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করতে পারবেন ।
- মাসিক বিল গ্রাহককে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ব্যাংকে পরিশোধ করতে হবে ।
- গ্রাহককে নির্ধারিত হারে আরএমএস/সিএমএস ভাড়া বিলের সাথে পরিশোধ করতে হবে ।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে গ্রাহক বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বার্ষিক ১২% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে ।

- অনুমোদিত নক্সায় প্রদর্শিত আর.এম.এস কক্ষের গেট/প্রবেশ পথ কোম্পানীর অনুমতি ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাবে না ।
- বিল পরিশোধের বিষয়ে জানার জন্য সংশ্লিষ্ট আবিকা প্রধানের প্রদত্ত টেলিফোন নাম্বারে/ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করতে হবে ।

০২। **গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃ সংযোগ প্রদান** ঃ

- বিল ইস্যুকরণের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে ।
- বিচ্ছিন্নকরনের পর পুনঃসংযোগ গ্রহন করতে হলে বকেয়া বিল সহ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ফি (বর্তমানে ২,৫০০/- টাকা) ও পুনঃ সংযোগ ফি (বর্তমানে ১০,০০০/- টাকা) পরিশোধ করতে হবে ।
- গ্যাস পুনঃ সংযোগ গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় করনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আবিকা প্রধানের প্রদত্ত টেলিফোন নাম্বারে/ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করতে হবে ।

নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে গ্যাস সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হবে ঃ

- অবৈধভাবে স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হলে ।
- পরিত্যক্ত রাইজারের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করা হলে ।
- যে কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করে গ্যাস কারচুপি করা হলে ।
- তিনবার আরএমএস-এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হলে ।
- সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে পুনঃ সংযোগ গ্রহণ করা না হলে ।

০৩। **লোড হ্রাস/বৃদ্ধি ও রাইজার/আরএমএস স্থানান্তর** ঃ

- কারিগরীভাবে গ্রহনযোগ্য ক্ষেত্রে কোম্পানীর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গ্রাহক তার প্রতিষ্ঠানের লোড ও বর্হিগমন চাপ হ্রাস/বৃদ্ধি এবং স্থাপনা রদবদলের আবেদন করতে পারবেন ।
- এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফি ও ১.২ ক্যাটাগরীর ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে নক্সা দাখিলসহ অন্যান্য শর্তাদি পালন করতে হবে ।
- প্রযোজ্য ফি ও বিল পরিশোধ সাপেক্ষে কোম্পানী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ১.৩ শ্রেণীর ঠিকাদারের মাধ্যমে রাইজার নিরাপদ স্থানে ও গেইটের সন্নিকটে স্থানান্তর এবং ১.২ শ্রেণীর ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন লাইন পরিবর্তন/স্থানান্তর করা যাবে ।
- অভ্যন্তরীন লাইন মাটির উপর স্থাপন করা বাধ্যতামূলক হবে ।

০৪। **মালিকানা/নাম পরিবর্তন** ঃ

- পূর্বের মালিক/মালিকগনের কোন বকেয়া থাকলে তা পরিশোধপূর্বক নির্ধারিত ফি (বর্তমানে ৫০০০/-) প্রদানকরতঃ মালিকানা/নাম পরিবর্তনের আবেদন করা যাবে।
- কোন গ্রাহকের মালিকানা/নাম পরিবর্তন করতে হলে নতুন মালিকের সপক্ষে সত্যায়িত করা দলিল/হোল্ডিং নম্বর/পরচা/হালনাগাদ পরিশোধকৃত খাজনার রশিদ (যে কোন একটি)ও ০২(দুই) কপি সত্যায়িত ছবি জমা প্রদান করতে হবে ।

০৫। **মিটার ক্ষতিগ্রস্হ ও হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত** ঃ

- আরএমএস-এর সরঞ্জামাদি গ্রাহকের হেফাজতে থাকবে । তা কিংবা তার কোন অংশ চুরি হলে বা ক্ষতিগ্রস্হ হলে বা মিটারের মূল সীল নষ্ট হলে গ্রাহককে উহার এবং প্রতিস্হাপিত সরঞ্জামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে ।

- প্রাকৃতিক কারণে মিটার ২% এর অধিক ধীর বা দ্রুতগতি সম্পন্ন হলে সর্বশেষ এক মাসের বিল সংশোধন যোগ্য হবে ।
- মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ কিংবা অন্য কোন উপায়ে গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি করা হলে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলীর আলোকে অনুমোদিত/প্রত্যাশিত লোডের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ভাবে গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা এবং মিটারের মূল্য আদায় করা হবে ঃ
  - ঘন্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুটের কম হলে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের ০৪ মাস পূর্ব হতে অতিরিক্ত বিল ।
  - ঘন্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট বা এর বেশী হলে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের ০২ মাস পূর্ব হতে অতিরিক্ত বিল ।
  - জরিমানা হিসেবে অতিরিক্ত বিলের ৫০% ।
  - মিটার বাতিল হলে এটির এবং প্রতিস্থাপিত মিটারের মূল্য ।
  - মিটারের সঠিকতা পরীক্ষার সময় গ্রাহক বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন ।
  - বাংলাদেশ গ্যাস আইন ২০১০ অনুযায়ী গ্যাস কারচুপি/অবৈধ ব্যবহারের জন্য মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অনধিক ১ বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ড । একই অপরাধ পুনরাবৃত্তি হলে অনূন্য ১ বৎসর এবং অনধিক ৩ বৎসর কারাদন্ড এবং অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড প্রযোজ্য হবে।

০৬। <u>প্রত্যয়ন পত্র</u> ঃ

- সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি পঞ্জিকা বছরের বকেয়ার প্রত্যয়নপত্র (৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত) সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতপূর্বক কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পরবর্তী বৎসরের ৩০ জুনের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হবে ।
- কোন গ্রাহকের গ্যাস বিল বকেয়া থাকলে প্রত্যয়নপত্রে বকেয়ার সময় ও বকেয়ার পরিমান সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকবে ।
- কোন গ্রাহক প্রত্যয়নপত্র না পেয়ে থাকলে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করতে পারবেন ।
- কোন গ্রাহক বিল পরিশোধ করেছেন অথচ প্রত্যয়নপত্রে বকেয়া দেখানো হলে গ্রাহক বিল বইসহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রত্যয়নপত্র সংশোধন করা হবে ।
- ৩০ শে জুনের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট আবিকা প্রধানের সাথে টেলিফোনে/ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করতে হবে ।

০৭। <u>সম্মতিপত্র</u> ঃ

- যদি কোন প্রতিষ্ঠান গ্যাস সংযোগ গ্রহণের নিমিত্ত সম্মতিপত্রের জন্য আবেদন করে, সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ফি আদায় ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সম্মতি/অসম্মতি পত্র প্রদান করা হবে ।

০৮। **জরুরী সার্ভিস প্রদান ঃ**

- গ্যাস লিকেজ বা লিকেজ হতে সৃষ্ট দূর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা বা জরুরী গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজন হলে কোম্পানীর জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখায় যোগাযোগ করতে হবে। সিলেট এলাকায় সার্বক্ষনিক চালু কেন্দ্রের ফোন নম্বর-০৮২১-৭১৭০৯২ ।

০৯। **কোম্পানীর আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় সমূহ ঃ**

- আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের আওতাধীন গ্রাহকগন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ে যোগাযোগ করে উল্লিখিত জরুরী সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়সমূহ	টেলিফোন নম্বর
সুনামগঞ্জ আবিকা	০৮৭১-৫৫৩৫৭
ছাতক আবিকা	০৮৭২৩-৫৬২০৮
মাধবপুর সাইট অফিস	০৮৩২৭-৫৬১৬৪
শাহজীবাজার আবিকা	০৩৭৯৭-৮০০০৩০
হবিগঞ্জ আবিকা	০৮৩১-৫২৫৭৪
শ্রীমংগল আবিকা	০৮৬২৬-৭১৪৭১
মৌলভীবাজার আবিকা	০৮৬১-৬৩৮২৫
কুলাউড়া আবিকা	০৮৬২৪-৫৬৬৫৮
ফেঞ্চুগঞ্জ আবিকা	০৩৭৯৬-৮০০০২১
গোলাপগঞ্জ আবিকা	০৩৭৯৬-৮০০০৩৫
বিয়ানীবাজার আবিকা	০৩৭৯৬-৮০০০২৫

- অভিযোগ প্রাপ্তির পর যথাযথভাবে তা রেজিষ্টারে অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিকারের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহন করা হবে ।
- প্রাপ্ত অভিযোগের যথাসময়ে প্রতিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা প্রতি সপ্তাহে একবার চেক/পরীক্ষা করবেন।

১০। **গ্যাস বিল/অন্যান্য ফি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত ব্যাংক ঃ**

- সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের আওতাধীন নির্ধারিত ব্যাংকসমূহ ।

১১। **গ্রাহকের জ্ঞাতব্য ঃ**

- গ্রাহকের করণীয় বিষয়ে কোন পর্যায়ে বিলম্ব না হলে আবেদনপত্র গ্রহনের পর নির্ধারিত ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ/পর্যায়ে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে ।

-০-